মৌলিক কর্মসূচির সমন্বয় সভা (CPCM)

তারিখ ঃ ২২-০৮-২০২৩ ইং।
স্থান ঃ চট্টগ্রাম সেন্টার, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় ।
সভাপতি ঃ তারিক সাঈদ হারুন, পরিচালক -মৌলিক কর্মসূচি
সচিব ঃ মো ঃ নুর হোসেন, আঞ্চলিক কর্মসূচি সমন্বয়কারী, চট্টগ্রাম অঞ্চল ।

অংশগ্রহণকারী ঃ সংস্থার সকল অঞ্চলের আরপিসিগন, তারিক সাঈদ হারুন-পরিচালক-মৌলিক কর্মসূচী, মাহমুদুল হাসান দিদার-উপ পরিচালক-কোর অপারেশন, আবদুর রহমান ফরিদ-সহকারী পরিচালক-কোর অপারেশন, মোঃ ফিরোজ আলম-হেড এমই, মোঃ মিজানুর রহমান- প্রধান- সাইটেপ, এস এম তৌহিদুল আলম-প্রধান-আইসিটি ।

সভার শুরুতে সভাপতি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমেই সকলের মতামতের ভিত্তিতে সভার আলোচ্য বিষয় সমূহ নির্ধারণ করা হয়। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম নং	আলোচ্য বিষয় সমূহ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়নকারী	তারিখ
০১.	Previous Meeting Minutes Review	সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। যে সকল শাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অসমাপ্ত কাজ গুলোর সমাধানের প্রক্রিয়া নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা করা হয় ।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০২.	**MF Analysis**	সংস্থার শাখাগুলোকে ১০ টি ক্যাটাগরিতে পর্যালোচনা করে গ্রেড ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়:- • গ্রেডিং হিসেবে দেখা যায় গত বছরের তুলনায় ভোলা, চর-অঞ্চল ও বরিশাল অঞ্চলের পারফরম্যান্স কমেছে। • সবাইকে যার যার দুর্বল পয়েন্টের উপর এ্যাকশন প্লান তৈরী করে কাজ করার জন্য বলা হয়েছে এবং শাখা টু শাখা বিশ্লেষন করার জন্য বলা হয়। • গত ০২ মাস যাবৎ ব্যাংক স্থিতি পর্যায়ক্রমে বাড়ছে, এতে করে অনেক টাকা অলস ফেলে রেখে লভ্যাংশ প্রদাণ করা হচ্ছে, যা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। টাকার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সিডিও প্রতি প্রতিদিন ০১ জন করে এ্যাক্টিভ ঋণী সদস্য ভর্তি করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যা প্রতিদিন ম্যাসেনজার গ্রুপে আরপিসিরা আপডেট করবেন। • কোন শাখায় নিস্ক্রিয় সদস্য রাখা যাবে না, যদি কোন শাখায় নিস্ক্রিয় সদস্য পাওয়া যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট আরপিসির নগদে জরিমানা করা হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৩.	**Overdue**	• সকল অঞ্চলেই বকেয়া বাড়তেছে, তার মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে অস্বাভাবিক ভাবে বকেয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে, যাহা দ্রুতই নিয়ন্ত্রনে আনতে হবে। বিশেষ করে এমসিএম টার্গেট কোন ভাবেই ক্রস করা যাবে না। • চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাইটেপ কর্মী কংকেশ্বর ও আইসিটি জসীম কে আগামী ০১ লা সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং থেকে চট্টগ্রামে নিয়মিতভাবে সাপোর্টে থাকার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। আইটি-জসিম কোন কারণে কক্সবাজার মুভমেন্ট করলে তার বিকল্প হিসেবে হেড-আইসিটি-তৌহিদুল আলম ও মিজানুর রহমান-হেড-সাইটেপকে অবস্থান করতে বলা হয়। • ব্যবস্থাপনার অনুমতি ছাড়া নতুন কোন সদস্যকে বকেয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। • প্রতিদিন OTR মনিটরিং করতে হবে। দৈনিক কোন শাখায় OTR ৯৫% এর কম গ্রহনযোগ্য হবে না। • প্রতিটি ঋণ বিতরনে ০২ জন জামিনদার মধ্যে ০১ জন পরিবারের বাইরের লোক নিতে হবে। এবং অগ্রসর ঋনের ক্ষেত্রে সদস্য ও জামিনদার উভয় থেকে ০২ থেকে ০৩ টি চেক নিতে হবে। তাছাড়া সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী সকল ডকুমেন্টস সংরক্ষন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৪.	**ME Loan**	• সংস্থার অগ্রসর ঋণী কভারেজ মাত্র ২৪%, যা খুবই কম এর মধ্যে মাসিক অগ্রসর ঋণ বিতরন সকল অঞ্চলে প্রতি মাসেই কমে যাচ্ছে, যাহা মোট অগ্রসর ঋণ বিতরনের মাত্র ২২% । সদস্যার চাহিদা ও বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাসিক ঋণ বিতরন বাড়ানোর জন্য বলা হয়। • ১ লক্ষ টাকা ঋণী সদস্য বৃদ্ধির টার্গেট জুলাই'২৩ পর্যন্ত- শাখা প্রতি ২০০ জন করে ২৩০০০ জনে উন্নিত করার কথা। উন্নিত হয়েছে ১৮২৪০ জন। যা মোট টার্গেটের ৫৪% মাত্র। • অগ্রসর কাভারেজ বাড়ানোর জন্য ৮০০০০/- এর পর ১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরনের জন্য সিডিও বিএমদেরকে উৎসাহিত করতে হবে এবং বিশেষ সদস্য ভর্তির ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতে হবে। • অগ্রসর ঋণের গড় পরিমান হচ্ছে- ১৩১০০০ যাহা ১৫০০০০ টাকায় উন্নিত করতে হবে। • অগ্রসর ঋণ বিতরণে ক্লাস্টারকে প্রধান্য দিতে হবে এক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের এবং প্রক্রিয়াজাতকরণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাছাড়া কৃষি, ব্যাবসা ও সেবা এই ০৪ সেক্টরের আওতায় ঋণ বিতরন দেখানোর জন্য বলা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল	৩১/০৮/২৩

০৫.	**Agrosor-MFCE/SEP/RMTP**	• ২০২৩ থেকে ২০২৮ পর্যন্ত (৫ বছর মেয়াদী) **MFCE** প্রকল্পটি জুন-২০২৩ থেকে চালু হয়েছে। উল্লেখিত ঋণটি ১৮% লভ্যাংশে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও নোয়াখালী অঞ্চলের ফেনী, দাগনভূঞা এবং সিলোনিয়া শাখা ব্যাতিত সকল শাখায় সেপ্টেম্বর-২৩ মাসের মধ্যে বিতরন সম্পন্ন করতে হবে। • প্রকল্পের গাইডলাইন অনুযায়ী ঋণ বিতরনের পূর্বে **Environmental and Social Management System (ESMS) বাধ্যতামুলক পুরণ করতে হবে। তাছাড়া এডিবি কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণ করা যাবে না।** • **RMTP (বিশেষায়িত ঋণটি) ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরণ করা যাবে, তবে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন প্রদাণ করতে হবে। ঋণ বিতরণ/আদায় প্রক্রিয়া হবে চেকের মাধ্যমে।**	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৬.	**WASH Project**	নোয়াখালী এবং চট্রগ্রাম অঞ্চলে ওয়াশ প্রকল্পের কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। নোয়াখালী অঞ্চলের সকল শাখা এবং চট্রগ্রাম অঞ্চলে ০৫টি নতুন শাখা সহ মোট ১৫টি শাখায় ওয়াস প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকবে। চট্রগ্রাম অঞ্চলে এই ঋণ বিতরনে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। তাই এএম ও আরপিসিকে সতর্ক থাকতে হবে এবং সহকারী পরিচালকের-কোর অপারেশনের মৌখিক অনুমোদন ছাড়া চট্রগ্রামে ঋণ বিতরণ করা যাবে না। **প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ীঃ-** • একজন কর্মী প্রতি সপ্তাহে ০১টি বিসিসি ক্যাম্পেইন করবেন। • ওয়াশ প্রকল্পের ঋণ মাস্টাররোল আলাদা ভাবে করতে হবে। • ঋণ বিতরণের সময় সাইট স্কিনিং ফরমেট পূরণ করে লাগাতে হবে এবং বিগত দিনে যে সকল শাখায় ঋণ ফরমে সাইট স্কিনিং ফরমেট লাগানো হয়নি সে সকল শাখায় ফরমে চলতি সপ্তাহের মধ্যে সাইট স্কিনিং ফরম লাগিয়ে হাল নাগাদ করে রাখতে হবে। • বিতরনকৃত সকল সদস্যকে চলতি আগস্ট'২৩ মাসের মধ্যে ইনসেনটিভ প্রদান করতে হবে। • প্রণদনার জন্য আলাদা রেজিঃ ব্যবহার করতে হবে। • অভিযোগ নীতিমালার জন্য আলাদা রেজি:ব্যবহার করতে হবে। • প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক শাখায় ২৫ জন সদস্যকে স্যানিটেশন ঋণ প্রদান করতে হবে। এই ব্যাপারে এএম এবং আরপিসিকে আরো ফলোআপ বাড়াতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্যানিটেশন ও ওয়াটার সাপ্লাই ঋণ বিতরণ শেষ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৭.	**Internal Audit Feedback**	• গত ০১ বছরের অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় অডিট আসার ১-২ মাস আগে নোটিশ দেয়ার পরও প্রায় সকল শাখায় কর্মীদের আত্নসাত পাওয়া যায় এবং সমিতিতে সব বই পাওয়া যায় না। • এখনো শাখার প্রায় ৭৪% স্টাফ আত্নসাতের সাথে জড়িত, কর্মী প্রতি আত্নসাত=- ৯৮৩/-টাকা যাহা কোন ভাবেই গ্রহন যেগ্য নয়। • অডিট শেষ হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে এ্যাকশন প্ল্যান দেওয়ার সিদ্ধান্ত থাকলেও এখনো ভোলা-০৪, নোয়াখালী-০১, চট্রগ্রাম-০৩, বরিশাল-০২, কক্সবাজার-০৪ ও চরঅঞ্চলের ০২ টি সহ মোট ১৬টি শাখা অডিটের ০৭-৩৮ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও এ্যাকশন প্লান প্রদাণ করা হয় নাই। এবিষয়ে আরপিসিদের আরও আন্তরিক হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। • আগামী ২৬ আগষ্ট'২৩ প্রধান কার্যালয়ে অডিট শুনানী অনুষ্ঠিত হবে, যার ইমেইল ইতিমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে। যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বলা হয়। পরবর্তীতে অডিট শুনানীতে সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপক ও আরপিসিদের অন্তভুক্ত করা হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৮.	**New Region & Staffing**	• কুমিল্লায় নতুন অঞ্চল করার পরিকল্পনা গৃহিত হয়। নির্বাহি পরিচালকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে, সেপ্টেম্বর-২৩ কার্যক্রম শুরু করার জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০-২২ টি স্পট সিলেক্ট করার জন্য প্রস্তাবনা করা হয় এবং ১ম পর্যায়ে ১০টি শাখা দিয়ে কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। • কুমিল্লা অঞ্চলের জন্য আরপিসি হিসেবে- মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং এলাকা ব্যবস্থাপক হিসেবে হোসাইন মোঃ শাহেদ, মোঃ জহির উদ্দিন এবং বিপুল চন্দ্র শীলকে প্রস্তাবনা করা হয়। • কুমিল্লা অঞ্চলের জন্য পুরাতন অঞ্চল থেকে সিডিও, বিএম, এএম ও আরপিসি নতুন অঞ্চলে বদলি করা হতে পারে। সকলকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	সেপ্টেম্বর-২৩
০৯.	**Primary Health**	• সংস্থার ৫ বছরের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০২৭ সালের মধ্যে সকল শাখায় স্বাস্থ্য কর্মী নিশ্চিত করা হবে। • প্রথম পর্যায়ে চর অঞ্চলের ১৪ শাখায় স্বাস্থ্য কর্মী নিশ্চিত করা হবে। এক্ষেত্রে আগামী নিয়োগ গুলোতে পর্যায়ক্রমে ১-২ জন করে স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ দেয়ার জন্য বলা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১০.	**BJS & RMPO**	• প্রতি ০২ মাস পরপর সকল শাখা জনসংগঠন মিটিং চলমান রাখতে হবে। • চলতি আগস্ট-২৩ মাসে আঞ্চলিক জনসংগঠন মিটিং সম্পন্ন করতে হবে। • নির্দিষ্ট ফরমেটে মিটিং মাইনুটস এবং সাথে আলাদা ০২ কপি ছবি হেড-এমই-ফিরোজ আলমকে মেইল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১১.	**Communication &**	• অফিসিয়াল সীম সবসময় খোলা রাখতে হবে, তাৎক্ষনিক কোন কারণে ফোন রিসিভ করতে না পারলেও মিস কল আছে কিনা যাচাই সাপেক্ষে কল ব্যাক করতে হবে। কোন অজুহাত	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

	Monitoring (ZOOM)	গ্রহনযোগ্য হবে না। ● ঝুম মিটিংয়ে অংশগ্রহন করার সময় অবশ্যই হেডফোন, ইন্টারনেট কানেকশন চেক করে বসতে হবে। ● মিটিংয়ে আলোচনা চলাকালীন সময়ে ভিডিও অন রাখতে হবে এবং স্পিকার বন্ধ রাখতে হবে।		
১২.	**Software**	● সফটওয়্যার প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন হালনাগাদ করতে হবে। ● সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে অনলাইন জন্মনিবন্ধন ব্যাতিত হাতে লিখা অথবা কম্পিউটারে লিখা জন্মনিবন্ধন দিয়ে ভর্তি ও বিতরন করা যাবে না। ● এলাকা ব্যবস্থাপকগণ প্রতিদিন শাখার ডে-বুক- সঞ্চয়, বকেয়া ও চলতি বকেয়া সদস্য রিপোর্ট যাচাই করতে হবে। ● নতুন শাখার ডেসবোর্ড তথ্য আসেনা এবং মৌসুমী ঋণের রিবেট হয় না যার কারনে অনেক সদস্য ঋণ পরিশোধের তারিখের আগে পরিশোধ করলে পুরো টাকাই নিতে হয়। দ্রুত পিসিলিংকের সাথে কথা বলে সমাধান করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১৩.	**CITEP & Health.**	● CITEP ও স্বাস্থ্য কর্মসূচী প্রতিটি অঞ্চলে আরো সম্প্রসারন করা হবে। ● সাইটেপ কর্মীকে হেড-সাইটেপ পরিচালনা করবেন। ● প্রতিটি অঞ্চলে বর্তমানে যে সব সাইটেপ কর্মী রয়েছে তাদেরকে আরপিসি সকল কর্মকান্ডে সাহায্য করবেন এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিবেন । ● সাইটেপ কর্মী কংকেশ্বও ও কাওসার আগামী ডিসেম্বর-২৩ইং পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিয়মিত বকেয়া সাপোর্ট দিবে। ● কংকেশ্বও এর কর্মস্থল হবে সীতাকুন্ড এবং কাওসার এর কর্মস্থল হবে ফুলতলা।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১৪.	**Disability Person**	গত ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থার কর্ম এলাকার ১১৫টি শাখার আওতায় ১১ টি জেলা, ৬৫ টি উপজেলা ও ৪৬৩ টি ইউনিয়ন এর আওতাধীন সমিতি ও সমিতির আশপাশের এলাকা থেকে ওয়াশিংটন ম্যাথড অনুযায়ী ৬টি প্রতিবন্ধিতার ধরনের উপর প্রতিবন্ধি ব্যাক্তি বা তার পরিবারকে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে **২৮৭৮ জন প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিকে চিহ্নিত করা হয়**। - সংস্থার মৌলিক কর্মসুচির পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা অনুসারে কর্ম এলাকার মোট প্রতিবন্ধির ৫% ব্যক্তি/ পরিবারকে (প্রতিবন্ধি ব্যাক্তির ভরন পোষনের দায়িত্ব গ্রহনকারী ব্যাক্তি) ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে। ● যে সকল প্রাতবন্ধি ব্যাক্তি/ পরিবারকে ইতিমধ্যে ঋন প্রদান করা হয়েছে, তাদের এবং প্রকল্পের ছবি মোঃ ফিরোজ আলম-হেড-এমই কে পাঠাতে হবে। ● ২য় দফায়-আগামী সেপ্টেম্বর’২৩ মাসের মধ্যে ০৬ টি অঞ্চলে ১৯ জনকে ঋণ বিতরণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে- ভোলা-০৩, বরিশাল-০২, চট্টগ্রাম-০৩ ও কক্সবাজার ০২ জন প্রতিবন্ধিকে ঋণ বিতরন করতে হবে। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭০% সরাসরি প্রতিবন্ধি ব্যাক্তি ও ৩০% প্রতিবন্ধি ব্যাক্তির পরিবারকে প্রদাণ করা যাবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১৫.	**DFS**	● বিকাশের সাথে সফটওয়্যার কোম্পানীর সাথে পরীক্ষামুলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিগ্রই লেনদেন করা যাবে। ● সকল সদস্যদের বিকাশ তথ্য পুনরায় হালনাগাদ করতে হবে এজন্য আগের ফরমেটটি ব্যবহার করতে হবে। ● আগামী সেপ্টেম্বর ২৩ ইং এর মধ্যে তথ্য হালনাগাদ এর কাজ শেষ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১৬.	**AOB**	- সকল শাখায় পর্যায়ক্রমে আইপিএস ও ফ্রিজ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । - বাজেট অনুমোদন কপি না পাওয়া পর্যন্ত ২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট ফলো করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

সভাপতি

তারিক সাইদ হারুন
পরিচালক
মৌলিক কর্মসূচী ।

সচিব

মোঃ নুর হোসেন।
আঞ্চলিক কর্মসূচী সমন্বয়কারী
চট্টগ্রাম অঞ্চল ।